ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
*****

স-২২৭৯
আগরতলা, ২১ সেপ্টেম্বর,২০১৮

শাস্ত্রীয় সঙ্গীত ও নৃত্য ভারতবর্ষকে এক সূত্রে বেঁধে রেখেছে ঃ মুখ্যমন্ত্রী

আমাদের এদেশে নানা ভাষা, নানামত ও পরিধান রয়েছে। কিন্তু আমরা এক ও অভিন্ন। সংস্কৃতি ভারতবর্ষকে এক জায়গায় ধরে রেখেছে। রবীন্দ্র-নজরুল,বাউল সংঙ্গীতের ধারার মূলে হলো শাস্ত্রীয় সঙ্গীত ও নৃত্য। একে আরো বিকশিত করতে হবে। মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব আজ সন্ধ্যায় মুক্তধারা অডিটোরিয়ামে তিনদিন ব্যাপী ভারতীয় শাস্ত্রীয় সঙ্গীত ও নৃত্য বিষয়ক উৎসব ও আলোচনাচক্রের উদ্বোধন করে এই কথাগুলো বলেন। ক্লাসিক সাংস্কৃতিক সংস্থার উদ্যোগে এবং ভারত সরকারের সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের সহায়তায় এই উৎসবের আয়োজন করা হয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব বলেন, বাংলাদেশের ব্রাহ্মণবাড়িয়া, নোয়াখালি, ভারতের বিহার, পাটনা, আরা কিংবা মুজাফফরপুরের সংস্কৃতি ভিন্নতর হলেও শাস্ত্রীয় সঙ্গীত ও নৃত্য এই বিভিন্নতাকে এক সূত্রে বেঁধে রেখেছে। তিনি বলেন, আমাদের দেশ প্রায় দু'শ বছর পরাধীন ছিল এবং আমাদের দেশীয় সংস্কৃতিকে বিদেশী মানসিকতায় গড়ে তোলার চেষ্টা করা হয়েছিল। কিন্তু আমাদের প্রাচীন সংস্কৃতি ও ঐক্যকে ভাঙ্গতে পারেনি। তৈরি করতে পারেনি বিখ্যাত কত্থক নৃত্য শিল্পী বির্যু মহারাজ। ২০০ বছর যারা আমাদের পরাধীন রেখেছিলো আজ তারাই আমাদের ইসরোর বিজ্ঞানীদের সাহায্য নিচ্ছেন। তিনি বলেন, বর্তমান রাজ্য সরকার রাজনীতিমুক্ত সংস্কৃতি বিশ্বাস করে। সংস্কৃতির মান উন্নয়নে গুরুত্ব দিয়ে রাজ্যে কালচারাল একাডেমী গড়ে তোলার জন্য দিল্লিতে সংস্কৃতিমন্ত্রী এবং ললিত কলা একাডেমীর চেয়ারম্যানকে অনুরোধ জানানো হয়েছে। যেহেতু উত্তর-পূর্বাঞ্চলে কোথাও কালচারাল একাডেমী নেই, সেহেতু আমাদের শচীন দেববর্মণ মিউজিক কলেজে যাতে একাডেমী গড়ে তোলা হয়। যাতে রাজ্যের ছেলে-মেয়েরা রাজ্যেই এই বিষয়ে পড়াশুনা করতে পারে। কেন্দ্র এই আবেদন মঞ্জুর করেছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আমাদের আগরতলা এন আই টি-তে স্পেস টেকনোলজি ইনকিউবেশন সেন্টার উদ্বোধন করার জন্য সম্প্রতি ব্যাঙ্গালুরুতে আমার যাওয়া হয়েছিল। ইসরোর জন্য আমি গর্ববোধ করি। খুব শীঘ্রই দেশের ৬টি এন আই টি-তেও এইরূপ সেন্টার চালু করা হবে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্যে কেবল সংস্কৃতির উন্নয়ন নয়, রাজ্য সরকার স্মার্ট সিটি প্রকল্প রূপায়ণ, চারলেন রাস্তা নির্মাণ সহ অন্যান্য প্রকল্প বাস্তবায়নেও উদ্যোগ নিয়েছে।

সম্মানিত অতিথির ভাষণে শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথ বলেন, সংস্কৃতিতে যে রাজ্য বা দেশ যত বেশি সমৃদ্ধ সে রাজ্য বা দেশ তত বেশি উন্নত। ভারতে শাস্ত্রীয় সঙ্গীত ও নৃত্যের শিকড় বহু গভীরে প্রোথিত রয়েছে। এই সংস্কৃতি বৈদিক যুগ থেকে বহমান। যা আমেরিকা ও রাশিয়ার সংস্কৃতির চাইতেও বহু প্রাচীন।

২য় পাতায়

তিনি বলেন, সমস্ত কিছুর সমন্বয়ই হচ্ছে উচাঙ্গ সঙ্গীত। উদ্যোক্তাদের এইরূপ উদ্যোগের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন শিক্ষামন্ত্রী। অনুষ্ঠানে এছাড়া বক্তব্য রাখেন দ্যা ডোভারলেন মিউজিক কনফারেন্স (কলকাতা)-এর প্রাক্তন সচিব নূপুর মুখার্জী ও সমাজসেবী তাপস ভট্টাচার্য। অনুষ্ঠানে সংস্থার পক্ষ থেকে সেতার বাদক সুমেধা দেববর্মা, কণ্ঠ সংগীত শিল্পী ডলি বর্মণ, তবলা বাদক গোপাল বিশ্বাস, বাঁশি বাদক কুমুদ সরকার ও স্যন্দন পত্রিকার সম্পাদক সুবল কুমার দে-কে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। স্বাগত ভাষণ দেন ক্লাসিক সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক বিশ্বজিৎ দেব। শ্লোক পাঠ করেন স্বর্ণিমা রায়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের পর শুরু হয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। এতে গুরু রাজীব চ্যাটার্জীর পরিচালনায় চতুরঙ্গ, পন্ডিত রাজেন্দ্র প্রসন্ন-র বাঁশি, প্রকাশ মিশ্র ও দীপক মিশ্র-র কণ্ঠ সংগীত দর্শকদের মুগ্ধ করেছে। অনুষ্ঠানে সংস্থার পক্ষ থেকে ক্যান্সারে আক্রান্ত ফুটবলার অর্কদীপ দেবনাথের সাহায্যার্থে মুখ্যমন্ত্রীর হাতে দশ হাজার এক টাকা তুলে দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানে উপ-মুখ্যমন্ত্রীর শুভেচ্ছা বার্তা পাঠ করে শুনানো হয়।

*****